দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ ০৪ NOV 2016
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ৪

শিক্ষাই জাগ্রত করে মূল্যবোধ

শাকির আহমেদ

সম্প্রতি বিভিন্ন পাবলিক পরীক্ষাসহ বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষায় জালিয়াতি শিক্ষা ব্যবস্থার অগ্রগতিকে ব্যাহত করছে। শিক্ষার উদ্দেশ্য সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা না থাকায় শিক্ষার্থী থেকে শুরু করে অভিভাবকরাও এই প্রতারণার ফাঁদে পা অবলীলায় দিচ্ছেন। নিজ সন্তানকে পরীক্ষায় পাস করানো বা উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি করানোর জন্য অসাধুপায়ের আশ্রয় নিচ্ছেন। একজন অভিভাবক পাঁচ থেকে সাত লাখ টাকা দিয়ে সন্তানকে পরীক্ষা পাস করানোর আগে একবার চিন্তা করা উচিত যে, শিক্ষা গ্রহণের উদ্দেশ্য একজন মানুষকে কেবল উপার্জনের উপযোগী করে তোলা নয় বরং মানুষের মধ্যে মূল্যবোধ জাগ্রত করা এবং বিবেককে শাণিত করা। নৈতিক শিক্ষা গ্রহণ না করে বা প্রশ্ন কিনে পরীক্ষায় পাস করলে উপার্জন উপযোগী হওয়া যায় কিন্তু মানবিক মূল্যবোধে গুণান্বিত মানুষ হওয়া যায় না। যদি শুধু উপার্জনের উপযোগী হওয়ার জন্য শিক্ষা গ্রহণ করা হয় তাহলে তা হবে অনেকটা অবাস্তব। কেননা উপার্জনের জন্য ব্যবসা বা অন্য লাভজনক পেশা গ্রহণ করা অধিক যুক্তিযুক্ত।

পাঠ্য বইয়ের অনুসরণ না করে গাইড বই অনুসরণের প্রবণতা শিক্ষা গ্রহণকে বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে ব্যবহারের ক্ষেত্র তৈরি করে দিয়েছে। ক্লাসের পরিবর্তে কোচিং সেন্টারের পিছনে ছোটার প্রবণতা ভবিষ্যৎ প্রজন্মের সৃষ্টিশীলতার পথে বন্ধ্যাত্ব তৈরি করছে। ফলে মানুষ গড়ার আঙ্গিনায় বিশ্বমানের মানুষ তৈরি হওয়ার পরিবর্তে তৈরি হচ্ছে মানবিক মূল্যবোধ বিবর্জিত ও দেশপ্রেমহীন রুপোরেট দাস। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ছাত্রদের উদ্দেশ্যে বলেছিলেন, "তোমাদের কলম হোক শোষণ মুক্তির হাতিয়ার" আর কলম সৈনিকদের শোষণ মুক্তির সৈনিক হিসেবে গড়ে তুলতে চাইলে শিক্ষার হার বাড়ানোর পরিবর্তে শিক্ষার মান বাড়ানো প্রয়োজন। পরীক্ষায় পাসের পদ্ধতি রপ্ত করানোর পরিবর্তে নৈতিকতা ও মূল্যবোধের চর্চার উপর জোর দেয়া জরুরি। ডিগ্রি প্রদানের চেয়ে প্রকৃত মানুষ গড়ার প্রয়াস গ্রহণ

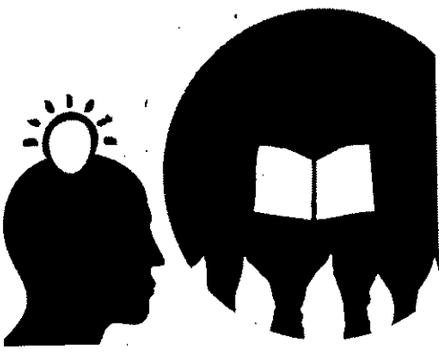

করা আবশ্যক। পরীক্ষা পদ্ধতিতে মুখস্থ বিদ্যার প্রভাবমুক্ত রাখার পাশাপাশি সৃজনশীলতার ছাপ রাখা প্রয়োজন। পরীক্ষার প্রশ্নপত্রে গাইড বইয়ের আদলে প্রশ্ন প্রণয়ন না করার পাশাপাশি পূর্বোক্ত শ্রেণির পাঠ্য বইয়ের মৌলিক বিষয়ের উপর জোর দেয়ার বিকল্প নেই। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষার পদ্ধতি এ ক্ষেত্রে একটি অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত হতে পারে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি স্বচ্ছ এবং ছাত্রবান্ধব প্রক্রিয়ায় ভর্তি পরীক্ষা গ্রহণ করা হয়। উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার পাঠ্যক্রম অনুসরণ করে পরীক্ষার প্রশ্নপত্র প্রণয়ন করা হয়। পরীক্ষার প্রশ্নপত্র প্রণয়নের ক্ষেত্রে একটি মানসম্মত পদ্ধতি অনুসরণ করা দরকার যেন গুণগতমান বিতর্কের ঊর্ধ্বে থাকে। প্রশ্নপত্র ফাঁস রোধে ঝুঁকিপূর্ণ কেন্দ্রে পরীক্ষা গ্রহণ না করে প্রয়োজনবোধে কয়েক ধাপে (শিফট) পরীক্ষা গ্রহণ করলে পরীক্ষায় অসাধুপায় ঠেকানো যেতে পারে। এক্ষেত্রেও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত হতে পারে। ভর্তি পরীক্ষায় জালিয়াতি রোধে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ইতোমধ্যে বেশ কয়েকটি কেন্দ্রকে ঝুঁকিপূর্ণ হিসেবে চিহ্নিত করে সে সব কেন্দ্রে পরীক্ষা গ্রহণ না করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছিল। তা ফলপ্রসূও হয়েছে। এর কৃতিত্ব ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিকসহ সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে দিতে হয়। পরীক্ষায় জালিয়াতিরোধে জড়িতদের বিরুদ্ধে দৃষ্টান্তমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের পাশাপাশি একটি মনিটরিং সেলের মাধ্যমে কঠোর নজরদারি করতে পারলেই শিক্ষা ব্যবস্থাকে সমালোচিত করার অপপ্রয়াস বন্ধ করা সম্ভব হবে। আর তাহলেই পূরণ হবে ডিজিটাল বাংলাদেশের স্বপ্ন। শিক্ষা ব্যবস্থায় অভূতপূর্ব উন্নয়নের মাধ্যমে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়া সম্ভব।

● লেখক: এম ফিল গবেষক,
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়